

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
প্রবাসী কল্যাণ ভবন
ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা।
প্রশাসন শাখা
www.probashi.gov.bd

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রবাসী কার্ড ও অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা সভা

সভাপতি	: জনাব তারেক রহমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সভার স্থান	: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
সভার তারিখ ও সময়	: ১৮ জুলাই ২০২৬; বেলা ১১:০০ ঘটিকা

সভায় উপস্থিত সদস্যদের তালিকা পরিশিষ্ট “ক” দ্রষ্টব্য।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভায় এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আরিফুল হক চৌধুরী, এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ নূরুল হক, এমপি, মাননীয় উপদেষ্টা জনাব মাহদী আমিন উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, মাননীয় উপদেষ্টা জনাব রেহান আসিফ আসাদ, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব জনাব এ. বি. এম. আব্দুস সাত্তার, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মোখতার আহমেদ এবং প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী ড. মোঃ শাকিবুল ইসলাম খান উপস্থিত ছিলেন। সভার শুরুতে সভাপতির অনুমতিক্রমে এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আরিফুল হক চৌধুরী, এমপি সভার বিষয়বস্তু তুলে ধরেন। অতঃপর তিনি সভায় উপস্থিত এ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব জনাব মোঃ মাহবুবুল ইসলাম-কে প্রবাসী কার্ড সংক্রান্ত বিষয়ের উপর পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন করার আহ্বান জানান।

মন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব ধারাবাহিকভাবে প্রবাসী কার্ড সংক্রান্ত পাওয়ার পয়েন্টটি সভায় উপস্থাপন করেন। উপস্থাপনকালে তিনি জানান যে, প্রবাসী কার্ড ব্যাংকিং সুবিধা এক ধরনের পরিচয়পত্র- যা ডেবিট, ক্রেডিট, প্রিপেইড ও ভার্চুয়াল কার্ড হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। এটি আন্তর্জাতিক পেমেণ্ট গেটওয়ের সাথে যুক্ত থাকবে যার ফলে প্রবাসী কর্মীগণ সহজেই দেশে বৈধভাবে রেমিটেন্স প্রেরণ করতে পারবেন। পাশাপাশি তারা রেমিটেন্সে বাড়তি প্রণোদনা পেতে পারে, যা বর্তমান ২.৫% থেকে ৩.৫% পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যেতে পারে এবং যেটি দেশে ফেরত প্রবাসীদের সামাজিক সুরক্ষা প্রদান করবে। এছাড়া প্রদত্ত কার্ডটিতে ডুয়েল কারেন্সির সুবিধা থাকবে।

অতঃপর সভাপতি প্রবাসী কার্ড প্রদানের বিষয়ে এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, মাননীয় উপদেষ্টাসহ উপস্থিত অন্যান্য সদস্যগণকে তাদের মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করার আহ্বান জানান। সভায় সকলেই প্রবাসী কার্ডের গুরুত্ব বিবেচনায় আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এবং মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেন। সভায় বিস্তারিত আলোচনা ও মতামতের ভিত্তিতে সর্বসম্মতিক্রমে প্রবাসী কার্ড বাস্তবায়নে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

১. প্রবাসী কার্ডের পাইলট কার্যক্রম: প্রবাসী কার্ডের ফেইজ-১ প্রকল্প আগামী এক মাসের মধ্যে চালু করতে হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে সীমিত সংখ্যক দেশে কার্ড ইস্যুর মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হবে। এ পর্যায়ে বোয়েসেল (BOESL)-এর মাধ্যমে জর্ডানে গমনকারী নারী কর্মীদের অগ্রাধিকার দিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে প্রবাসী কার্ড প্রদান করা যেতে পারে। এছাড়া, নারী প্রবাসীদের জন্য পৃথক ও উপযোগী কার্ড ডিজাইন প্রণয়নের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এ কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য বোয়েসেলকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। তাছাড়া পরীক্ষামূলকভাবে আরো কয়েকটি দেশে গমনকারী কর্মীদের জন্য প্রবাসী কার্ড প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

২. **রেমিট্যান্স বৃদ্ধি ও বেজলাইন সার্ভে পরিচালনা:** প্রবাসী কার্ডের মাধ্যমে বৈধ চ্যানেলে সহজে রেমিট্যান্স প্রেরণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় ও সাক্ষাৎকারভিত্তিক একটি বেজলাইন সার্ভে পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সার্ভের মাধ্যমে তাদের অর্থ প্রেরণের আচরণ (Behavioral Pattern), বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা, চাহিদা এবং প্রবাসী কার্ডের সম্ভাব্য ব্যবহার ও সেবাসমূহ সম্পর্কে বাস্তবভিত্তিক তথ্য ও মতামত সংগ্রহ করা হবে।
৩. **প্রবাসী কার্ডের সুবিধাসমূহ নিশ্চিতকরণ:** প্রবাসী কার্ডের মাধ্যমে ঘোষিত ও প্রতিশ্রুত সকল সুযোগ-সুবিধা কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সরকারি, বেসরকারি, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং সেবাদানকারী সংস্থাসমূহের সঙ্গে প্রয়োজনীয় আলোচনা সম্পন্ন করে সমন্বিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।
৪. **ওয়েব পোর্টাল ও মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন উন্নয়ন:** প্রবাসী কার্ডের নিবন্ধন, আবেদন, কার্ড ব্যবস্থাপনা, সুবিধা গ্রহণ, অভিযোগ নিষ্পত্তি, তথ্য হালনাগাদ এবং সংশ্লিষ্ট সকল ডিজিটাল সেবা একক প্ল্যাটফর্মে প্রদানের লক্ষ্যে একটি সমন্বিত ওয়েব পোর্টাল ও মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন উন্নয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন, নিরাপদ ও ব্যবহারবান্ধব ডিজিটাল সেবা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
৫. **প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রবাসী কার্ড চালু:** প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধি করে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ লক্ষ্যে ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড ট্রান্সফার, নিরাপদ ডিজিটাল পেমেন্ট অবকাঠামো এবং প্রয়োজনীয় ব্যাংকিং নেটওয়ার্কের সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রবাসী কার্ড কার্যকরভাবে চালু ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।
৬. **প্রবাসীদের গৃহনির্মাণ ঋণ কার্যক্রম:** প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য গৃহনির্মাণ ঋণ কার্যক্রম আরও সহজ, কার্যকর ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নীতিগত, প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, যাতে অধিক সংখ্যক প্রবাসী এ সুবিধার আওতায় এসে দেশে নিরাপদ আবাসন নিশ্চিত করতে পারেন।
৭. **কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কার্যকারিতা মূল্যায়ন:** যেসব টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার (TTC) ধারাবাহিকভাবে সন্তোষজনক কর্মদক্ষতা প্রদর্শনে ব্যর্থ হচ্ছে, সেসব প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম মূল্যায়ন করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
৮. **আন্তর্জাতিক অ্যাক্রেডিটেশন (Accreditation) ও দক্ষতা উন্নয়ন:** বাংলাদেশের কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি (Accreditation) অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে, কাতারে আন্তর্জাতিক অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য বাংলাদেশের পাঁচটি টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার (TTC)-এর নাম প্রস্তাব আকারে প্রেরণ করা হয়েছে। একইভাবে, অন্যান্য সম্ভাবনাময় দেশের সঙ্গেও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের আন্তর্জাতিক অ্যাক্রেডিটেশন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরসহ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

৯. জনবল নিয়োগ ও মানবসম্পদ শক্তিশালীকরণ: প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থার শূন্য পদসমূহ দ্রুত পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিশেষ করে টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার (TTC)-সমূহে প্রশিক্ষণের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ইন্সট্রাক্টর নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে, প্রচলিত বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক আউটসোর্সিং পদ্ধতির মাধ্যমেও জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

১০. প্রবাসী কর্মী প্রেরণ বৃদ্ধিকরণ: চলমান বিভিন্ন দেশে কর্মী প্রেরণ বৃদ্ধি করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং বন্ধ হয়ে যাওয়া বিভিন্ন দেশের সাথে আলোচনাপূর্বক প্রয়োজনবোধে পুনরায় সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরসহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

১১. প্রবাসী কার্ড বিতরণ: বিদেশে অবস্থানকারী প্রবাসীদের মধ্যে প্রবাসী কার্ড বিতরণের নিমিত্ত বিদেশস্থ মিশনের শ্রম কল্যাণ উইংয়ে প্রেরণ করা হবে। পরবর্তীতে এ মন্ত্রণালয়ের ব্রিফিং টীম (০২/০৩ সদস্য বিশিষ্ট) গিয়ে বিদেশস্থ মিশনগুলোতে প্রবাসী কার্ড বিতরণে উপস্থিত থেকে এ বিষয়ে প্রবাসীদের উৎসাহিত করবে এবং দেশে ফিরে এতদসংক্রান্ত প্রতিবেদন দাখিল করবে।

সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে প্রবাসী কার্ড এ মন্ত্রণালয়ের অতি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। সভাপতি সভার উপস্থাপনা, মূল্যবান আলোচনা ও মতামতের জন্য এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, মাননীয় উপদেষ্টা, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, সচিব, প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী ও অন্যান্য উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান। তাছাড়া, অগ্রাধিকারভিত্তিতে প্রবাসীদের কল্যাণে প্রবাসী কার্ড নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করতে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। এ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রবাসী কার্ড ও অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়নে করণীয় বিষয়ে গুরুত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে দায়িত্ব পালনের জন্য অনুরোধ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৯/০৭/২০২৩

মোঃ মোখতার আহমেদ
সচিব
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক
কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

মোঃ নুরুল হক
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক
কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

২৯/০৭/২৩

আরিফুল হক চৌধুরী
মাননীয় মন্ত্রী
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক
কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

তারেক রহমান
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

ও
সভাপতি